ভিনদেশ ও ভিন আচরণ
(৩)

দিলরুবা শাহানা

মানুষ কতোভাবে যে একজাত আরেকজাতের থেকে আলাদা, একদেশীয় আরেকদেশীয় থেকে ভিন্ন তারই কিছু পর্যবেক্ষন আজ তুলে ধরবো। খাওয়ার ব্যাপারটাই দেখা যাক, খাদ্যবস্তু নয় খাওয়ার কায়দা একেক জাতের একেক রকম। কেউ হাতের আঙ্গুল ব্যবহার করেন খাদ্যগ্রহণের সময়, কেউ দুটো কাঠি ব্যবহার করে কি সুন্দর খাবার কাজটি চটপট শৈল্পিকভাবে সেরে ফেলেন আবার কেউ কাটাচামচ ছুরির সাহায্যে নির্বিঘ্নে খাওয়ার মত ঝামেলার কাজ শেষ করেন। যার যার সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য তাদের আচারব্যবহার কায়দাকানুন নির্ধারন করে। এতে ভালমন্দ বা দোষগুণ খুঁজে বেড়ানোর কিছু নেই। তবে পর্যবেক্ষণ থেকে একটা বিষয় দেখা গেছে প্রত্যেকেই নিজ নিজ কায়দায় সবচেয়ে বেশী আয়েস বোধ করেন, সুখ পান বা comfort feel করেন।

একবার আমেরিকান এক যুবক প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে তার শিক্ষাবিষয়ক অভিসন্দর্ভের(Ph.D thesis) জন্য তথ্য সংগ্রহে আসে। বাংলাদেশের উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাকের শিক্ষাকার্যক্রম ছিল তার গবেষণার আওতায়। যতদূর মনে পড়ে ওর নাম ছিল বেরী। ঢাকার কাছেই সাভারে ছিল ব্র্যাকের ট্রেইনিং এন্ড রিসোর্স সেন্টার(Training And Resource Centre) বা সংক্ষেপে যাকে বলা হতো টার্ক। টার্কে প্রশিক্ষণ ও গুরুত্বপূর্ন সভা ইত্যাদি হতো। রাজেন্দ্রপুরে CDM(সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজমেন্ট) নির্মিত হওয়ার আগে নীতিনির্ধারণী বৈঠকগুলো সাধারনতঃ সাভার টার্কে হতো। বিশাল জায়গায় পরিকল্পিতভাবে গাছপালা লাগিয়ে তারই মাঝে মাঝে লাল ইটের টানা বারান্দাওয়ালা প্রশিক্ষণ ভবন, সাময়িক অতিথিদের ডরমিটরী ও কর্মীদের দোতলা বাসস্থান যাতে সাদা চূণকাম ছিল, আর ছিল বিশাল খাবার ঘর। সবুজ গাছপালার নির্জনতায় কাজকরার জন্য যুতসই পরিবেশ। নীতিনির্ধারণী গভীর ভাবনাচিন্তার পাশাপাশি ব্যবহারিক জ্ঞানও তুলে আনা যেতো মাঠপর্যায়ের লোকজনের প্রশিক্ষণে একটু বসে তাদের আচরণ ও প্রত্যাশা বোঝার চেষ্টা করলে। গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসলে ঢাকার অফিসের মতো দেশবিদেশের টেলিফোনের কারনে প্রায়ই বৈঠক ছেড়ে বার বার উঠতে হতোনা । সাভার টার্কে বৈঠকে বসার এ ছিল একটি বাড়তি সুবিধা।

আমি যাচ্ছি সাভার টার্কে এইচ আর এল ই কর্মসূচী(Human Rights & Legal Education) বিষয়ক কাজ দেখতে। একই গাড়ীতে বেরীও যাচ্ছে শিক্ষকপ্রশিক্ষণ দেখতে। তখনই জানলাম ও এসেছে মাত্র দুদিন আগে, গুলশানে রেস্টহাউসে আছে, সে বাংলাদেশে তিনমাস থাকবে মাঠপর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য।
সাভার টার্কএ পৌঁছে আমি আমার কর্মীভাইবোনের সাথে জরুরী মতবিনিময়ে ও প্রশিক্ষণ দেখায় সারাদিন ব্যস্ত রইলাম। বেরীকে টার্কের কর্মীরা সাহায্য সহযোগিতা করছিলেন।

ফেরার পথে গাড়ীতে বেরীও ছিল। ক্লান্ত ছিলাম, হাই বলে চুপ করে রইলাম। বেরী কিছুটা সংকোচ নিয়ে জানতে চাইলো,

- খুব ব্যস্ত ছিলে? ডাইনিং রুমেও তোমাকে দেখলাম না
- ব্যস্ত অবশ্যই, পরে খেয়েছি আমার কর্মীদের সাথে নিয়ে, আমার ম্যানেজমেন্ট পলিসি বলে কর্মীদের সিনসিয়ারিটি অর্জন করতে চাইলে ওদের প্রতি আন্তরিক হতে হয়, সম্মান দেখাতে হয়।

ও আমার কথা শুনলো কি না বুঝলাম না পাল্টা প্রশ্ন করলো

-তুমি কি হাত দিয়ে খেয়েছ?

-কি দিয়ে খাব তাহলে?

কিছুটা দ্বিধা নিয়ে বললো

-আমি ভেবেছি তুমি বোধহয় কাটাচামচ ব্যবহার করেছ

মনে মনে বললাম ইংরেজীতে কথা বলছি দেখে খাওয়া দাওয়াও ছুরিকাটাতে করি ভেবেছে নাকি মূর্খটা। মুখে বললাম

-তুমি চাইলে ওরা তোমাকে ছুরিকাটা দিতো অবশ্যই।

তারপর সে দেখালো কিভাবে সে হাত দিয়ে ভাত খেতে চেষ্টা করেছে। যারা পাঁচ আঙ্গুল দিয়ে খেতে শিখেনি তাদের জন্য কাজটি রীতিমত কষ্টসাধ্য। ও আমাকে দেখালো কোনমতে মাখানো ভাত হাতের তালুতে রেখে মুখে পুরতে চেষ্টা করেছে সে, তাও ভালভবে পারেনি।। বোঝা গেল বেরী অভুক্ত অবস্থায় রয়েছে। জানি টার্কে অনেক বিদেশী আসে। তারা মাছভাত, মাংশ, সব্জী সবই খায় তবে চামচ ছুরি ওরা পায়। বেরী বোধহয় বলেনি কাউকে। প্রসঙ্গ পাল্টে বেরী বললো এবার ও প্রথম কোন এশিয়ান দেশে এসেছে একটু সময় লাগবে সবকিছু বুঝে উঠতে।

-জান বাংলাদেশে খাবার খুব সস্তা, আমি ফার্মগেট থেকে এক ডজন কলা কিনেছি আমেরিকান ফিফ্টি সেন্টস দিয়ে অথচ ঐ রকম ভাল কলা আমেরিকাতে একটাই এক ডলার।

ক্ষিদা পেটে থাকলে মানুষ খাবারের গল্প করতে ভালবাসে বোধহয়।

এবারের অভিজ্ঞতা এক বাঙ্গালী মেয়ের। ওদের বাড়ী জাপানী এক মেয়ে বেড়াতে আসছে। জাপানী মেয়ে ওদের স্কুলে একবছর পড়াশুনা করে গেছে। তারপর প্রতিবছরই সে মেলবোর্নে বেড়াতে এসে ওদের বাড়ী কয়েকদিন কাটিয়ে যায়। বান্ধবী আসছে তাতে সে খুশী তবে যে ক'দিন ইয়োকো থাকে সে ক'দিন হাত দিয়ে ভাত খেতে পারেনা বলে অস্বস্থি লাগে। ইয়োকো ওদের বাড়ীর খাবার খুব পছন্দ করে। মোরগ পোলাও, কাবাবতো ভালবাসেই সাথে সাথে ল্যাম্ব আলুর তরকারী, ঢেড়সআলুর ভাজিও ভাত দিয়ে মজা করে খায়। ইয়োকো আসার আগেরদিন মেয়েটি মাকে বললো

-মা আজ আয়েস করে হাত দিয়ে ভাত খেয়ে নেই; সামনে ক'দিনতো আর হাত দিয়ে ভাত পারবোনা।

ইয়োকো কথা খুব কম বলে। খায় ছুরিকাটা চালিয়ে নিখুঁত ভাবে তবে অনেক সময় নিয়ে। সে বাঙ্গালী মেয়েটিকে বলে

-তুমি কেন আঙ্গুল দিয়ে খাচ্ছো না?

বাঙ্গালী মেয়ে বলে
-তুমি বিদেশী হয়ে চপস্টিক ছেড়ে ছুরিকাটা দিয়ে যখন খাচ্ছো আমিও তোমার সাথে সলিডারিটি ঘোষনা করছি, তবে আগে ভাগেই বলে দিচ্ছি জাপানে গেলে তুমি ভাই আমাকে চপস্টিক ধরিয়ে দিওনা। দরকার হলে ছুরিকাটা সাথে নিয়ে যাব; দুইকাঠি দিয়ে একটার বেশী ভাত আমি তুলতেই পারবো না
-তাতো বুঝতেই পারছি। আমার কাটাছুরি দিয়ে খেতেই যখন এত সময় লাগছে তাহলে তোমার কাঠি দিয়ে খেতে আরও বেশী সময় লাগবেই
এবার ওরা বুঝলো কেন ইয়োকোর এত সময় লাগে খেতে।
ইয়োকো চলে যাওয়ার পর বাঙ্গালী মেয়েটি হাসতে হাসতে মাকে বললো
-মা বুঝিনা মানুষ কেন বিদেশী বিয়ে করে বলতো? হাত দিয়ে মজা করে খাওয়ার সুখটাই বাদ দিতে হয় তখন।
-সবাইতো অন্নদাশংকর রায়ের মতো ভাগ্যবান হয়না, লীলা রায়ের মতো পুরোপুরি বাঙ্গালী বনে যাওয়া বউ সবার কপালে আসেনা
-অন্নদা শংকর কে তোমার কোন আত্মীয় নাতো?
-নারে বাবা না, অন্নদা শংকর কিভাবে আমার আত্মীয় হবেন, উনি বিখ্যাত লেখক আর লীলা রায় বিদেশিনী হয়েও শাড়ী পরেছেন, বাংলায় কথা বলতেন, বাঙ্গালী রান্না শিখেছেন এমনকি বাচ্চাদের বাংলা শিখিয়ে বড় করেছেন
-বাহ্ মা তুমিতো তোমার অন্নদা শংকর রায়ের সৌভাগ্যে মহা খুশী, আমার মনে হয় লীলা রায়ের সঙ্গে দেখা হলে আমি জানতে চাইবো কিসের জোরে উনি হাত দিয়ে ভাত খাওয়া রপ্ত করলেনা। I really feel sorry for her
-না তা কেন ভাবছো এমনও হতে পারে লীলা রায় হাত দিয়ে ভাত খাওয়ার সুখটা বুঝে গিয়েছিলেন বোধহয় আর উনি অন্নদাশংকর সমগ্রকে ভালবেসেছিলেন তাই এতকিছু রপ্ত করেছেন।
তারপরের ঘটনা বলেছে সাউথ ইন্ডিয়ান এক মেয়ে। সে গিয়েছিল তার ক'জন অষ্ট্রেলিয়ান বান্ধবীকে নিয়ে Bride and Prejudice মুভি দেখতে। ছবিটি অষ্ট্রেলিয়ানরা খুবই উপভোগ করেছিল। বিশেষ করে ছবির মিলনান্তক পরিসমাপ্তিতে তারা আনন্দিত। তবে ছবির নায়িকার সৌন্দর্যে ওরা একেবারে বিমোহিত।
এদিকে ছবির একটি দৃশ্য দেখে ইন্ডিয়ান মেয়েটির অস্বস্থি শুরু হল। সে আড়চোখে ওর বান্ধবীদের দেখছিল। এইবুঝি ওরা ওকে এবিষয়ে এটা ওটা জিজ্ঞেস করতে শুরু করবে। ভাগ্যিশ অষ্ট্রেলিয়ান বান্ধবীরা কিছুই জিজ্ঞেস করেনি। ছবিতে অশ্লীলতা বা নগ্নতা ছিলনা আর যদি থাকতোও এবিষয়ে সাদা চামড়ার মানুষ মাথা ঘামাতোনা অবশ্যই। দারিদ্যেরও উৎকট উপস্থাপনা ছিলনা এই ছবিতে। তবে কি এমন ছিল যা দেখে ইন্ডিয়ান মেয়েটির বেকায়দায় পড়ার মতো অবস্থা হয়েছিল। ছবিটিতে খাদ্যগ্রহণের একটি দৃশ্য ছিল, ইন্ডিয়ান ছবিতে ইন্ডিয়ান কায়দায় খাওয়াদাওয়া চলছিল এবং অবশ্যই তা হাত দিয়ে। সাউথ ইন্ডিয়ান মেয়েটি ভাবছিল যদি ওরা ওকে উপহাস করে তবে সেও ছেড়ে কথা কইবেনা, প্রত্যেকের অধিকার আছে নিজের মতো চলার।